[redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৫ জুন তিনি তার স্ত্রী সাগরিকাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার চালান। পরে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয় এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলার ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে সেন্টু মিয়া দোষী সাব্যস্ত হলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট নুরুল হাসান রন্টু।

মেহেরপুরে ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত

মেহেরপুরে ধর্ষণ মামলায় স্বপন আলী নামে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম এ আদেশ দেন। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

দণ্ডিত মোঃ স্বপন আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর কেলাপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মোবাইল ফোনে পরিচয়ের সূত্র ধরে

পার্শ্ববর্তী জেলার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মাদ্রাসাছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন স্বপন আলী। সম্পর্কের সূত্রে ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের নির্মাণাধীন দুইতলা ভবনে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

পরে মেয়েটির বাবা গাংনী থানায় স্বপন আলীকে আসামি করে একটি ধর্ষণ মামলা করেন। মামলায় প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মিন্টু মিয়া অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আদালত স্বপন আলীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষে ছিলেন আতাউর রহমান পিন্টু।

গাংনীতে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ আহত-৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পৈত্রিক জমি নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ইউনুস আলী (৭০) ও তার স্ত্রী জয়নব আরা (৬০), ছেলে হাসানুজ্জামান (৩১)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মহসিন আলী (৮০), তার স্ত্রী হানুফা (৬৫), ছেলে রিপন হোসেন (৩০)।

আহত ইউনুস আলী জানান, আমার জমি জোর করে তারা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল আমার বড় ভাই মহসিন আলী। তাকে নিষেধ করাই সে আমার উপর হামলা চালায়। এতে আমার স্ত্রী ও ছেলেসহ আমি মারাত্বক আহত হয়েছি।

এদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আরেক দফা হামলা করে মহসিন আলীর লোকজন। এদিকে ইউনুস আলীর অবস্থা

আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক এম কে রেজা।

এঘটনায় উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্পাদক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীকে (৫০) আটক করেছে সেনাবাহীনির গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার ভোরে তার নিজ বাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, জাফর আলীকে থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(ভোকেশনাল) ২৭৩ জন এবং আলিম পরীক্ষায় ১৪৪ জন। তবে প্রথম দিন ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

যশোর শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিনে মেহেরপুর জেলায় মোট ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

গতকাল বৃহস্পতিবার জেলার তিনটি উপজেলার সাতটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এইচএসসি পরীক্ষায় ৬২ জন, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষায় ৯ জন এবং আলিম পরীক্ষায় ৭ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্প পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় কাজিপুর শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

কাজিপুর ইউনিয়নের সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাইনী, মেডিসিন, চর্ম, যৌন ও অ্যালার্জি বিষয়ক এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ১১৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম) মোঃ সাইফুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম,

সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম, কাজিপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ আঞ্জুমান ইসলাম, সদস্য মোঃ কেতাব আলী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ আব্দুল হাদীসহ অনেকে।

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান

প্যারোলে দুই ঘণ্টার মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেন পাশা। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সময়সীমায় তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান পাশার মা গতকাল সোমবার (২৩ জুন) কুষ্টিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিষয়টি জানার পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে। প্রশাসন আবেদন মঞ্জুর করলে মেহেরপুর কারাগার থেকে পুলিশ প্রহরায় পাশাকে তার নিজ গ্রাম মিনাপাড়ায় নেওয়া হয়।

মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মায়ের দাফন সম্পন্ন হয়। পরে আবারও কড়া প্রহরায় পাশাকে মেহেরপুর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।

জানাজায় এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এলাকাবাসীর চোখে অশ্রু দেখা যায় এই সময়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে নাশকতার একটি মামলায় আনোয়ার হোসেন পাশা গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি আছেন।

গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সনদ ও অর্থ আত্মসাতের তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষাগত সনদ ও বয়স জালিয়াতি করে পদে বহাল থাকার অভিযোগসহ অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ পদে বহাল রয়েছেন। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত চালাতে কলেজে যায় দুদকের একটি দল। অভিযান চলাকালে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে অভিযানের সময় কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক শিক্ষক-কর্মচারী দুদক কর্মকর্তাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানান তারা।

দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ বলেন, “আমরা কমিশনের আদেশে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষ ছুটিতে থাকায় আজ তাঁকে কলেজে পাইনি। তবে আমরা সমস্ত কাগজপত্র চেয়েছি। কিছু হিসাব চেয়েছি, যেগুলো তিনি দিতে পারেননি, পরে দিবেন বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা মিলেছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”